সংবাদ

তারিখ .... 6 APR 2017
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ১ ...

শাস্তি হলো না পাঠ্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণের হোতাদের

রাকিব উদ্দিন

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের তিন মাস চলে গেলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের ভুল-ভ্রান্তির 'সংশোধনপত্র' (ডিও পার্ট) এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি। পাঠ্যক্রমকে সাম্প্রদায়িকীকরণের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তবে পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ভ্রান্তি ও তথ্যবিভ্রাটের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অভিযুক্ত আরও চার কর্মকর্তাকে গতকাল বদলি করা হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার এনসিটিবির সচিবসহ আরও দুই কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। তারা সবাই বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত সরকারি কলেজের শিক্ষক, যারা এনসিটিবিতে প্রেষণে (ডেপুটেশন) কর্মরত ছিলেন।

বদলি হলেন সচিবসহ দুই কর্মকর্তা

অভিযোগ উঠেছে, পাঠ্যবইয়ে ভুল-ত্রুটির জন্য দায়ীদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলেও পাঠ্যক্রমকে সাম্প্রদায়িকীকরণের জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির বাইরেই রাখা হয়েছে। পাঠ্যক্রমকে সাম্প্রদায়িকীকরণ রূপ দেয়ার বিষয়টি কৌশলে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। এজন্য পাঠ্যক্রমকে সাম্প্রদায়িকীকরণমুক্ত করার কোন উদ্যোগ নেই। এর ফলে ধর্মীয় চেতনায় রচিত পাঠ্যক্রমই পড়তে হচ্ছে

শান্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

শান্তি : হলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোমলমতি শিশুদের। এছাড়াও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের বানান ভুল, তথ্যবিভ্রাট ও ইতিহাস বিকৃতির বিষয়ে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশোধনী পাঠাতে পারেনি এনসিটিবি। এতে কোমলমতি শিশুরা এখনও পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। শিক্ষকরাও পাঠদানে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কারণ পাঠ্যবইয়ে বঙ্গবন্ধু ও তার মায়ের নামও ভুল ছাপা হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে পাঠ্যপুস্তকের সংশোধনপত্র প্রস্তুত করতে বিলম্ব হচ্ছে। কারণ এনসিটিবি ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তকের সংশোধনপত্র তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন না করে এনসিটিবিতে ফেরত পাঠায়। পরবর্তীতে এনসিটিবি এটিকে আরও পরিমার্জিত করে গতকাল গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'এটি এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করছি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সংশোধনীপত্র উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠাতে পারব। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়, মাউশি ও এনসিটিবির ওয়েবসাইটেও এটি দেয়া হবে।'

গতকাল ৪ জন কর্মকর্তাকে বদলি করে আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠ্যবইয়ের ভুলের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এসব কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমা দেয়।

এনসিটিবির যেসব কর্মকর্তাকে গতকাল বদলি করা হয় তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের সদস্য প্রফেসর ড. আবদুল মান্নানকে ঝিনাইদহের সরকারি কেসি কলেজে, সম্পাদক গৌরাঙ্গ লাল সরকারকে নোয়াখালী হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজে, বিশেষজ্ঞ মোসলে উদ্দিন সরকারকে পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজে এবং বিশেষজ্ঞ হান্নান মিঞাকে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সরকারি কলেজে বদলি করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, তারা বৃহস্পতিবারের (আজ) মধ্যে এনসিটিবি থেকে অবমুক্ত হবেন। তা না হলে তারা বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত বলে গণ্য হবেন।

এর আগে মঙ্গলবার এনসিটিবির সচিব ইমরুল হাসানকে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক এবং গবেষণা কর্মকর্তা রেবেকা সুলতানা লিপিকে রাজধানীর সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে বদলি করা হয়।

শাস্তিমূলক বদলি হওয়া এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার। বড় কর্তারা নিজেরা বাঁচতে আমাদের বলির পাঁঠা বানিয়েছেন। কারণ যারা পাঠ্যক্রমকে ধ্বংস করেছে, একটি বিশেষ ধর্মের চেতনায় রূপ দিয়েছে, হিন্দু লেখকদের সাহিত্যকর্ম বাদ দিয়েছে এবং মাঝপথে ছাপা থামিয়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে তারা এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে। সবার আগে এদের শাস্তির আওতায় আনা উচিত ছিল।'

সরকার চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক এবং মাদ্রাসা স্তরের চার কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৮৫ কপি বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে। এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের পাঠ্যবই ছাপানো হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অধিকাংশ বইয়ের ভুলত্রুটি চিহ্নিত হয়। পাশাপাশি পাঠ্যবই থেকে প্রগতিশীল ও অগ্রসর চিন্তার লেখকদের সাহিত্যকর্ম বাদ দেয়া হয়। এতে পাঠ্যক্রমে সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিযোগ উঠে। এ নিয়ে জানুয়ারির শুরু থেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। এরপরই এ ঘটনায় এনসিটিবির সদস্য (অর্থ) অধ্যাপক কাজী আবুল কালামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রফেসর প্রীতিশ কুমার সরকার ও উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি এবং আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার (চিত্র ও নকশাকার) সুজাউল আবেদিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

পরবর্তীতে গত ৯ জানুয়ারি অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে আহ্বায়ক করে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কমিটিকে ৭ কর্মদিবস সময় দেয়া হলেও কমিটি দু'দফা সময় বাড়িয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমা দেয়।

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকীকরণ : চলতি শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সানাউল হকের পদ্য 'সভা' বাদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'আসমানী' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য 'বলাই' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'কাবুলিওয়ালা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭ম শ্রেণী থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্য 'লাইব্রেরি' বাদ দিয়ে হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর গদ্য 'মরুভাস্কর', রণেশ দাস গুপ্তের গদ্য 'মাল্য দান' বাদ দিয়ে হারুন হাবীবের গদ্য 'পিতৃ পুরুষের গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য 'লাল ঘোড়া' বাদ দিয়ে লীলা মজুমদারের গদ্য 'পাখি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্য 'বাংলাদেশের হৃদয়' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'নতুন দেশ', সুকুমার রায়ের পদ্য 'আনন্দ' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'শ্রাবণে', কালীদাস রায়ের পদ্য 'অপূর্ব প্রতিশোধ' বাদ দিয়ে সুনির্মল বসুর পদ্য 'সবার আমি ছাত্র', জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'বঙ্গবন্ধু' বাদ দিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পদ্য 'শোন একটি মুজিবরের থেকে', স্বর্ণকুমারী দেবীর পদ্য 'উপদেশ' বাদ দিয়ে সুফিয়া কামালের পদ্য 'সাম্য', সুভাস মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা' বাদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'আমার বাড়ি', ফয়েজ আহমদের পদ্য 'স্মৃতিসৌধ' বাদ দিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পদ্য 'গরবিনী মা-জননী' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৮ম শ্রেণীতে কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য 'বাঙালির বাংলা' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'ভাব ও কাজ', জসীমউদ্‌দীনের পদ্য 'দেশ' বাদ দিয়ে তার পদ্য 'রুপাই' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া ৯ম ও দশম শ্রেণীতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গদ্য 'নিরীহ বাঙালি' বাদ দিয়ে তার গদ্য 'সুবেহ সাদেক' এবং রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা 'খতিয়ান' বাদ দিয়ে তার 'মিছিল' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্লানকেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
স্বাক্ষর